১১.৪ খ্রিস্টধর্ম (Christianity)

পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দুধর্মের পরেই বৌদ্ধধর্ম ও তারপরেই খ্রিস্টধর্ম। যিশুখ্রিস্টের জীবন ও বাণী, নৈতিক আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর মৃত্যুবরণের দৃষ্টান্ত তাপিত পীড়িত মানুষের জন্য তাঁর প্রেম, করুণা ও সেবা—এসবই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের মূল প্রেরণা। খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তি প্রাচীন ইহুদি ধর্ম থেকে। ইহুদি ধর্মের মতো খ্রিস্ট ধর্মও একেশ্বরবাদী। ইজরায়েলের রাজধানী জেরুজালেমের অন্তর্গত বেথেলহেম শহরে যিশুর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন জোসেফ ও মা মেরী। তখন সেখানে ইহুদি রাজা হেরডের রাজত্বকাল। যিশু নিজেও ইহুদি ছিলেন। তাঁর জন্মের পর মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যায় যে, যিশু ঈশ্বর প্রেরিত এবং ইহুদিদের ভবিষ্যৎ রাজা। ফলে রাজা হেরড রাজত্ব হারানোর ভয়ে বেথেলহেম ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের সমস্ত পুরুষ ও শিশুদের হত্যার নির্দেশ দেন। জোসেফ ও মেরী ভয়ে যিশুকে নিয়ে মিশরে চলে যান। হেরডের মৃত্যুর পর তাঁরা ইজরায়েলে ফিরে আসেন। তখন হেরডের পুত্রের রাজত্ব চলছিল। তাই তাঁরা বেথেলহেম না গিয়ে ন্যাজারেথ শহরে বাস করতে থাকেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যিশু সাধক Saint John-এর কাছে দীক্ষা গ্রহণের জন্য আসেন। তখনকার প্রথা অনুযায়ী John তাঁকে জর্ডন নদীর জলে স্নান করিয়ে পবিত্রীকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন এবং চতুর্দিকে প্রচার করেন যে স্বর্গরাজ্য আগতপ্রায়। কারণ অনুষ্ঠানের শেষে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ হয়েছিল—‘ইনি (যিশু) আমার প্রিয়পুত্র এবং আমি এঁর প্রতি বিশেষভাবে প্রীত’। এরপর যিশু কিছুদিন

কঠোর ধর্মসাধনার পর ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন, প্রচারকার্যের সহযোগী হিসাবে তিনি বারোজন শিষ্যকে নির্বাচন করেন। প্রচলিত ধর্মের অনুষ্ঠান সর্বস্বতার জন্য পুরোহিতদের সমালোচনা করে যিশু প্রেম, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। যিশু তাঁর ধর্মের মূল বক্তব্য অত্যন্ত সরল ভাষায় গল্পের আকারে তাঁর শ্রোতাদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন। তারপর ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সব প্রশ্ন শুনতেন ও তার উত্তর দিতেন। কথিত আছে যে, তিনি অলৌকিক উপায়ে কুষ্ঠ রোগীদের রোগমুক্ত করেন। যিশুর সমালোচনা ও জনপ্রিয়তায় ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত ওই পুরোহিতরা তাঁর বিরুদ্ধে ঈশ্বরদ্রোহিতার অভিযোগ তোলেন। সে যুগে ঈশ্বরদ্রোহিতা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত। সর্বসমক্ষে বিচারের পর যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার দণ্ড দেওয়া হয়। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর পর যিশু সমাধি থেকে পুনরুত্থিত হয়ে শিষ্যদের দেখা দেন এবং তাঁর উপদেশ ও বাণী প্রচারের নির্দেশ দেন। যিশুর জীবন ও বাণী বাইবেলের উত্তরখণ্ডে (The New Testament of Bible) বিবৃত আছে।

বাইবেল (The Bible)

খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। এর দুটি খণ্ড—পূর্বখণ্ড (Old Testament) ও উত্তরখণ্ড (New Testament)। পূর্বখণ্ডটি বৃহৎ। প্রাচীনকাল থেকে ইহুদি জাতির ইতিহাস ও ইহুদি মহাপুরুষদের কথা এতে লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়া ঈশ্বরতত্ত্ব, জগতের উৎপত্তির ইতিহাস, ঈশ্বরপুত্র মানবের প্রথম পাপ ও স্বর্গরাজ্য থেকে পতন, সমাজ জীবনের নানা রীতিনীতি ও অনেক প্রার্থনা গীতি এতে আছে। উত্তরখণ্ডটি তুলনায় ছোটো। এর তিনটি ভাগ—(১) সুসমাচার (Gospels), কার্যাবলী (Acts) ও (৩) পত্রাবলী (Epistles)। St. Mathews, St. Mark, St. Luke ও St. John রচিত চারটি সুসমাচারে যিশুর জীবনী, বাণী ও প্রচারকার্যের বর্ণনা আছে। কার্যাবলীতে যিশুর নির্বাচিত দুই শিষ্য St. Peter ও St. Paul-এর প্রচারকার্যের বিবরণ পাওয়া যায়। পত্রাবলীর মধ্যে যিশুর শিষ্যদের রচিত বিভিন্ন ধর্মসভার জন্যে নির্দেশাবলীর উল্লেখ আছে। উত্তরখণ্ডের এইসব কাহিনি, উক্তি, উপদেশাবলীকে ভিত্তি করেই খ্রিস্টধর্মের সুসংহত রূপ গড়ে ওঠে। হিব্রু ভাষায় রচিত বাইবেল পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে।

খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব (Christian Theory)

মানব সমাজে যিশুর জীবন ও বাণী প্রচারের জন্য প্রথম যুগের খ্রিস্টধর্মের প্রচারকরা এই ধর্মের তাত্ত্বিক দিকটিকে গড়ে তোলেন। এখন আমরা খ্রিস্টধর্মের মূলতত্ত্বগুলি আলোচনা করব।

একেশ্বরবাদ (Monotheism)

খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তি ইহুদি ধর্ম থেকে। ইহুদিদের মত খ্রিস্টধর্মেও বলা হয় যে, ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা। তারা ঈশ্বরের ব্যক্তিস্বরূপেও বিশ্বাসী। ঈশ্বর আমাদের মতোই চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি ও ইচ্ছাসম্পন্ন এক সচেতন সত্তা। মানুষের শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের প্রতিমূর্তি তিনি। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও পরম করুণাময়। তিনি জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে সক্রিয়, কিন্তু সৃষ্ট জগতের থেকে তিনি পৃথক, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানুষ। কিন্তু মানুষ সবসময় ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে চলে না। তিনি মানুষকে যে নৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছেন তার অপব্যবহার করে তারা পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে তাদের সৃষ্টিকর্তা থেকে দূরে সরে যায়। এইভাবেই পতিত আদমের সন্তান মানুষ তার স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। মানবস্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে মানুষের প্রয়োজন ঈশ্বরের করুণা। এই করুণা তাদের পাপমুক্ত করে ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান হওয়ার উপযুক্ত করে তুলতে পারে। যিশু ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরেরই অবতার। তিনিও ঐশ্বরিক করুণার অধিকারী। অসীম ক্ষমায় তিনি মানুষের সমস্ত পাপ গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করেন। যিশুর জীবন পাপদগ্ধ মানুষের জীবনে শান্তির আশ্বাস বহন করে আনে।

প্রত্যাদেশ (Revelation)

খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বলা হয় যে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আদিতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছিল। এইসব পরিকল্পনার বাস্তবায়িত রূপ হল ইজরায়েলের সুদীর্ঘ ইতিহাস, খ্রিস্টান ধর্মসংঘ (Church)-এর ইতিহাস, যিশুখ্রিস্টের জীবন, ধর্মসাধনা, ধর্মপ্রচারের ইতিহাস।

ঈশ্বরের ত্রিত্ব (Trinity, God as Father, as Son and as Holy Ghost)

ত্রিত্বের ধারণা খ্রিস্টধর্মের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ঃ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের তিনটি অভিব্যক্তি—পিতা, পুত্র ও পবিত্র প্রেতাত্মাস্বরূপ। ঈশ্বর জগতের পিতা, জগৎ স্রষ্টা। যিশু ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বরই কুমারী মেরীর মানবপুত্র রূপে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানবের পবিত্রতা রূপে (Messiah) যিশু ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ গুণ, ঈশ্বর সেভাবে মানুষকে গড়তে চেয়েছিলেন, যিশুর জীবন ছিল হুবহু তেমনই, করুণাময় ঈশ্বরের পুত্র যিশুও করুণার অবতার ছিলেন। তিনি নিজের জীবন ও শিক্ষার দ্বারা মানুষকে লোভ, ঘৃণা, পাপ ও নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। একমাত্র এইভাবেই 'ঈশ্বরের রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। যিশুর

করুণার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের করুণার প্রকাশ ঘটেছিল। যে মানুষ ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করে কৃতকর্মের স্বীকার ও অনুশোচনা ব্যক্ত করে, ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেন। মানুষের সব অপরাধ ক্ষমা করে তাদের পাপের বোঝা গ্রহণ করে মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে যিশু ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই প্রকাশ করেছেন। আবার মৃত্যুর পর সমাধি থেকে পুনরভ্যুত্থানের (Resurrection) দ্বারা তিনি মৃত্যুকে পরাজিত করার শক্তিই প্রকাশ করেছেন। এইভাবেই মানুষ ঈশ্বরের রাজ্য বা স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা (Kingdom of God) হতে পারবে। মানুষকে এই মুক্তির পথ দেখানোই ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার কাজ। খ্রিস্টান ধর্মসংঘগুলি মানুষের মনে মুক্তির সন্ধান এনে দেবার জন্য কাজ করে। তাদের প্রচার কার্য, সেবামূলক কার্য সবই ঈশ্বরের পবিত্র শক্তির কাজ। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে মানুষের মুক্তি আসবে ইতিহাসের পরিসমাপ্তিতে।

ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধনে আবির্ভূত যিশুর সঙ্গে পরমপিতা ঈশ্বরের সম্পর্ক ব্যাখ্যায় আদিযুগের খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকরা গ্রিক দর্শনে প্রচলিত বাক্‌ বা বোধের ধারণার সাহায্য নিয়েছেন। ঈশ্বরের বাক্‌ বা প্রজ্ঞা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টা ধর্মপুরুষের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে প্রকাশিত হয়েছিল (Revelation)। যিশুর মধ্যে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। সেইজন্যই তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র।*

মানুষ হয়েও যিশু ঈশ্বরের পুত্র। তাই মৃত্যুর পর সমাধি থেকে পুনরুত্থিত হয়ে তিনি পবিত্র প্রেতাত্মারূপে স্বর্গে, ঈশ্বরের রাজ্যে পিতার সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাগুলি ভবিষ্যৎ মানবজাতির কাছে নিরন্তর প্রচারের দায়িত্ব নেয় খ্রিস্টান ধর্মসংঘগুলি (Church)। এইভাবেই নানা তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে খ্রিস্টধর্মের ত্রিত্ববাদ গড়ে ওঠে। তবে এই তত্ত্বটি খ্রিস্টধর্মের ভেতর ও বাইরের অনেকের কাছেই বিতর্কের বিষয়। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের মতে যিশুর পরবর্তীকালের খ্রিস্টানরা একেশ্বরবাদী নন, তাঁরা তিন-ঈশ্বরবাদী হয়ে পড়েন।**

অবতারবাদ (The Doctrine of Incarnation)

হিন্দুধর্মে মানবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপত অভিন্ন। মানুষকে বলা হয়েছে অমৃতের সন্তান। এইভাবে মানুষের মধ্যে দেবত্বের সম্ভাবনাকে স্বীকার করা হয়েছে। খ্রিস্টান অবতারবাদেও বলা হয়েছে যে যিশু ঈশ্বরের সন্তান হলেও হৃদয়মন ও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এক পরিপূর্ণ মানুষ। ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিজেকে কিছু কিছু মাত্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু একমাত্র যিশুর মধ্যেই তিনি পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত, তাই যিশু ঈশ্বরের

পূর্ণ ও শেষ অবতার, একজন জগদ্দুর্লভ মানুষ। প্রকৃত খ্রিস্টান ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও সর্বমানবের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে বিশ্বাসী। মানুষ যদি নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন। প্রত্যেক নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান যিশুর জীবন ও চরিত্রকে আদর্শ করে প্রগাঢ় নিষ্ঠায় তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন।

জীবন সম্পর্কে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ খ্রিস্টধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মানবজীবন সম্বন্ধে সুস্থ, বলিষ্ঠ আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের দুঃখকষ্টকে তারা অস্বীকার করেন না, অনিবার্য বলে গ্রহণ করেন এবং এই দুঃখকষ্টকে মানবচরিত্র গঠনের অন্যতম উপায় বলে মনে করেন। বিভিন্ন সমস্যার অস্তিত্ব তাঁদের নৈরাশাবাদী না করে ঈশ্বরের প্রতি আরও বেশি আস্থাশীল করে তোলে। খ্রিস্টানদের পবিত্র ক্রুশ তাদের যিশুর পথ অনুসরণের সংকল্পের প্রতীক। আমাদের মতোই রক্তমাংসে গড়া একজন মানুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। ঈশ্বরের মানব পুত্রের এই দৃষ্টান্ত যুগে যুগে খ্রিস্টানদের প্রেরণার উৎস। সেই প্রেরণা হল ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে জীবনযাপন। প্রবৃত্তিকে সংযত রেখে আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে মৃত্যুবরণের দ্বারাই মৃত্যুকে অতিক্রম করে মানবাত্মার উত্তরণ ঘটে—প্রকৃত খ্রিস্টানরা একথা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন।

খ্রিস্টধর্ম ইহুদি ধর্ম থেকে উৎপন্ন হলেও ঐ ধর্মের তুলনায় অনেক উদার, ইহুদি ধর্মে জাতি হিসাবে ইহুদিদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে। তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে তারা ঈশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত। তাছাড়া তাদের ধর্ম কেবলই অনুশাসন ও বাহ্য আবরণের উপর নির্ভরশীল ছিল। ধর্মের দ্বারা আত্মিক উন্নয়নের কথা তারা বলেননি, কিন্তু খ্রিস্টধর্মই প্রথম পাশ্চাত্যের মানুষকে বলে যে আত্মনিয়ন্ত্রণ, ক্ষমা, করুণা ও প্রেম মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়। তারাই প্রথম জানায় যে এই সত্য কোন বিশেষ দেশ, জাতি বা কালের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য এবং সর্বকালের জন্য সত্য। এই কারণেই হিন্দুধর্মসহ অন্য দুয়েকটি ধর্মের মতো খ্রিস্টধর্ম বিশ্বধর্মের লক্ষণযুক্ত।

বর্তমান পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশে এই ধর্মের মানুষই বেশি। যিশুর দেহাবসানের পর তাঁর শিষ্যরা খ্রিস্টধর্ম সংঘ (Church) গঠন করেন। এখন পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই ধর্মসংঘগুলির মাধ্যমে যিশুর বাণী প্রচার করা হয় এবং তার সঙ্গে নানা লোকহিত কার্য পরিচালনা করা হয়—যেমন আর্ত মানুষের সেবা, শিক্ষার প্রসার, পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন, ভাষা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টানদের মধ্যে মতভেদের

কারণে এই ধর্মসংঘগুলি প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত—প্রাচ্য ধর্মসংঘ, রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট। রোমান ক্যাথলিক সংঘই সবচেয়ে প্রাচীন। তারা যিশুর শিষ্য পিটারকে আদি প্রচারক বলেন। এই মতে পোপ হলেন যিশুর প্রকৃত প্রতিভূ ও যাজকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও তাঁরা প্রাচীনপন্থী। এদের সঙ্গে বিরোধিতার কারণে প্রোটেস্ট্যান্ট মতের সৃষ্টি। এরা মনে করেন রোমান ক্যাথলিকরা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ও যুগের পরিবর্তনের অনুপযোগী। এদের মধ্যেও আবার নানা ভাগ আছে। প্রাচ্যসংঘের খ্রিস্টানরা পোপের প্রাধান্য মানেন না। যাইহোক খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন সংঘ এই ধর্মের মূল নীতির ব্যাপারে একমত। এই নীতি হল ঈশ্বরের করুণাময় ও সকলের প্রতি প্রেম ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস।